প্রথম আলো

তারিখ 02 JUL 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্বিন্যাসে জোড়াতালি

উদ্যোগ নেই শিক্ষাক্রম শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগে

মোশতাক আহমেদ ●

ঘোষণা দিলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে কোনো প্রস্তুতি নেই শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। শিক্ষাক্রম তৈরি, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালুর জন্য অবকাঠামোসহ সামনে ছয় ধরনের বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ তা মোকাবিলায় কোনো পথরেখাই ঠিক হয়নি এখনো।

এই পুনর্বিন্যাসের পথে প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল গত জুন মাসে। এ বছর থেকেই তুলে দেওয়ার কথা পঞ্চম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। কিন্তু মন্ত্রিসভায় সেটি আটকে গেছে। বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে আরও প্রস্তুতি দরকার। অর্থাৎ পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে আগের মতোই পরীক্ষা চলবে। তাতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ কোথায় গিয়ে দাঁড়াল, বিষয়টি কারও কাছেই স্পষ্ট নয়।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা আছে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিকেও প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে। পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। এটি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত দুটি মন্ত্রণালয়—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই দুই মন্ত্রণালয় গত পাঁচ বছরেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে গত ১৮ মে অনেকটা আকস্মিকভাবেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার পদক্ষেপগুলো ধাপে ধাপে নেওয়া হবে। এখন প্রক্রিয়া মাত্র শুরু হলো।

কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, এ কাজে যেসব চ্যালেঞ্জ আছে, তা মোকাবিলার জন্য দেড় থেকে তিন বছর কিংবা তারও বেশি সময়ের প্রয়োজন। প্রথমত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা যেহেতু মৌলিক হবে, তাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কী কী বিষয় পড়ানো হবে, তার আলোকে শিক্ষাক্রম তৈরি জরুরি। কারণ, বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে শিক্ষাক্রম আছে, সেটি মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে মিল রেখে করা। নতুন শিক্ষাক্রম না করে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হলে সেটি প্রাথমিক শিক্ষা হবে না। কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে দেড় থেকে দুই বছর সময় লাগবে। এরপর নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে সেগুলো মুদ্রণ করে বিতরণ করতে হবে। একইভাবে শিক্ষক নির্দেশিকাও তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য শিখনসামগ্রীও বিতরণ করতে হবে, যা বেশ সময়সাপেক্ষ।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো অবকাঠামো ও বিদ্যালয়। বর্তমানে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সবার মনে প্রশ্ন—তাহলে কি বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণি চালু হবে? এতে দেখা দেবে শ্রেণিকক্ষের সংকট। কারণ, বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সাধারণত পাঁচ কিংবা ছয় শ্রেণিকক্ষের। সেখানে অষ্টম শ্রেণি খুললে অন্তত আরও তিনটি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। এ ছাড়া বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালু করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কী হবে?

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁরাডোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোরিফা নাজমিনা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এখন পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক নেই, সেখানে কীভাবে এটি হবে, সেটা তাদের বড় জিজ্ঞাসা।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সব বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ থাকলেও তা-ও মানা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, হয়তো সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি বিদ্যালয়ে পড়াতে গেলেও অন্তত সারা দেশের ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি চালু করতে হবে। তবে যেখানেই পড়ানো হোক না কেন, কী পড়ানো হচ্ছে সেটাই মূল বিষয়। সে জন্য শিক্ষাক্রম সবচেয়ে আগে প্রয়োজন।

বর্তমানে সারা দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় ৬৫ হাজার। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের যোগ্যতা হলো নারীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক ও পুরুষদের জন্য স্নাতক। কিন্তু আগে নিয়োগ পাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষক আছেন, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস। এসব শিক্ষককে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষক কীভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়াবেন? আবার যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়, তখন মাধ্যমিক স্কুলের অনেক শিক্ষক কী পড়াবেন?

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আপাতত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমান ধারায় চলবে। অর্থাৎ যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি আছে, তা অব্যাহত থাকবে। শুধু পরীক্ষাসহ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই সাময়িক ব্যবস্থা কত দিন চলবে, সেটাও বড় প্রশ্ন।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরে আলম সিদ্দিকী অবশ্য মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় পালার (শিফট) মাধ্যমে চালু করে শ্রেণিকক্ষের সমস্যা মেটানো সম্ভব। এ ছাড়া প্রাথমিকভাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা শিক্ষক দিয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস করানোও সম্ভব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাও বলেন, বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষকের যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা এবং অর্থায়নও বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে অন্তত ১১ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কোনো কোনো সদস্য। কিন্তু এই টাকার সংস্থান নেই। ফলে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন হবে।